

68818 - ইস্তহোয়াগ্রস্ত নারীর অবস্থাসমূহ

প্রশ্ন

যদি নারীর (জরায়ু থেকে) অনেকে বেশি রক্তপাত হয় তথা সএ ইস্তহোয়াগ্রস্ত হয় তাহলে কীভাবে নামায পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইস্তহোয়াগ্রস্ত নারীর তিন অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

ইস্তহোয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার হাযযেরে নরিদ্ষিট অভ্যাস থাকা। এক্ষেত্রে তনি তার পূর্বজ্ঞাত হাযযেরে সময়সীমাকে ধর্তব্য ধরবনে। এ সময়সীমাতে তনি নামায-রোযা থেকে বরিত থাকবনে। এ দনিগুলোর ক্ষেত্রে হাযযেরে বধিান সাব্যস্ত হব। আর এর অতিরিক্ত দনিগুলো ইস্তহোয়ার দনি। এ দনিগুলোর ক্ষেত্রে ইস্তহোয়াগ্রস্ত নারীর হুকুম কার্যকর হব।

এর উদাহরণ হলো: কোনও নারীর প্রতিমাসেরে শুরুতে ছয়দনি হাযযে হত। তারপর হঠাৎ ইস্তহোয়া হয়ে অনবরত রক্তপাত হতে লাগল। এক্ষেত্রে তার হাযযে হব প্রত্যকে মাসেরে প্রথম ছয়দনি। আর বাকি দনিগুলো ইস্তহোয়া। কারণ আযশো রাদয়াল্লাহু আনহা বলেন: ফাতমো বনিতো আবী হুবাইশ বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তহোয়াগ্রস্ত হই। তারপর আর পবত্র হই না। আমি কি নামায ছড়ে দবি?” তনি বলেন: সটে শিরা (থেকে রক্তক্ষরণ)। কনিতু তোমার যতদনি হাযযে হত ততদনি তুমি নামায ত্যাগ করব। এরপর গোসল করব এবং নামায পড়ব।”[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করছেন]। আর সহীহ মুসলমিে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবীবাকে বলেন: “পূর্বে তোমার হাযযে যত দনি তোমাকে বরিত রাখত সএ ততদনি তুমি বরিত নবি। অতঃপর গোসল করব এবং নামায পড়ব।”

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যএ ইস্তহোয়াগ্রস্ত নারীর হাযযেরে নরিধারতি সময় আছে সএ হাযযেরে সময়টুকু হাযযে হিসাবে পালন করব। তারপর গোসল করে নামায পড়ব এবং রক্তপাতেরে দকিে ভরূক্ষপে করব না।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দ্বিতীয় অবস্থা:

ইস্তহোযাগ্রস্তু হওয়ার আগে তার হায়যেরে নরিধারতি সময় না থাকা। অর্থাৎ প্রথমবার রক্ত দেখার পর থেকেই তার ইস্তহোযা চলমান হওয়া। এক্ষেত্রে সে রক্তেরে ধরন আলাদা করবে। কালো রং কথিবা ঘনত্ব কথিবা দুর্গন্ধ য়ে রক্তে থাকবে সটো হায়যেরে রক্ত। সটোর ক্ষেত্রে হায়যেরে হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর য়ে রক্ত এমন নয় সটো ইস্তহোযার রক্ত। সটোর ক্ষেত্রে ইস্তহোযার হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ: কোনো নারী প্রথমবার রক্ত দেখল এবং এ রক্ত চলমান থাকল। কিন্তু দশদনি দেখল রক্ত কালো; আর মাসরে বাকি সময় দেখল লাল রক্ত। কথিবা দশদনি দেখল ঘন রক্ত; আর বাকি সময় দেখল পাতলা রক্ত। কথিবা দশদনি হায়যেরে দুর্গন্ধ পলে; আর মাসরে বাকি দিনগুলো দুর্গন্ধ পলে না। সুতরাং প্রথম উদাহরণে কালো রক্ত তার হায়যে। দ্বিতীয় উদাহরণে ঘন রক্ত তার হায়যে। আর তৃতীয় উদাহরণে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত তার হায়যে। এর বাহরিয়ে সব ইস্তহোযা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতমো বনিতো আবী হুবাইশকে বলনে, “যদি হায়যেরে রক্ত হয় সটো কালো; যা চনো যায়। যদি সে রকম হয় তাহলে নামায থেকে বরিত থাকবে। আর যদি অন্যরকম রক্ত হয় তাহলে ওয়ু করে নামায আদায় করবে। কারণ সটো শরি (থেকে রক্তক্ষরণ)।” [হাদীসটি আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করছেন। ইবনে হিব্বান ও হাকমি হাদীসটিকে সহীহ বলছেন। যদিও হাদীসটির সনদ ও মতন নিয়ে আপত্তি আছে তদুপর আলমেসমাজ এর উপর আমল করছেন। অধিকাংশ নারীর অভ্যাসের উপর ছড়ে দেওয়ার চাইতে এর ওপর আমল করা উত্তম।]

তৃতীয় অবস্থা:

যার নরিদ্ষিট অভ্যাস নহে। আবার হায়যেকে ইস্তহোযা থেকে পৃথক করার বশিয়ে আলামতও নহে। অর্থাৎ প্রথম রক্ত দেখার পর থেকে সবসময় রক্ত এক রকম থাকে কথিবা নানান রকম থাকে যটো হায়যে হতে পারে না। এ ধরণের নারী অধিকাংশ নারীদের অভ্যাস অনুযায়ী আমল করবে। সুতরাং তার হায়যে হবে প্রতিমাসে ছয় দিন বা সাত দিন। প্রথম যখন রক্ত দেখবে তখন থেকে সময় শুরু হবে। আর বাকি দিনগুলো ইস্তহোযা।

উদাহরণস্বরূপ: মাসরে পঞ্চম দিন তনিরিক্ত দেখলেন। এরপর রক্তপাত চলতে থাকল। কোনোভাবে সটোকে হায়যে হিসেবে চহিণতি করা গলে না। না রঙেরে মাধ্যমে, আর না অন্য কোনো মাধ্যমে। অতএব, এমন নারীর হায়যে হবে প্রতিমাসে ছয় দিন বা সাত দিন। যার সূচনা হবে মাসরে পঞ্চম দিন থেকে। এর দলিল হামনা বনিতো জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি হাদিস; তনি বলেন: “হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ সময় নিয়ে ইস্তহোযার রক্তপাত হয়। আপনি কী মনে করেন: এটি আমাকে নামায-রোযা থেকে বরিত রাখবে। তনি বললেন: আমি তোমাকে একটি সুতি কাপড় ব্যবহারেরে পদ্ধতি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বলে দিচ্ছি। তুমি কাপড়টিকে গুপ্তাঙগরে ওপর রাখবে। এটি রক্তক্ষরণ রোধ করবে। হামনাহ বললেন: রক্ত এর চয়ে বশে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটি শিয়তানরে লাথরি আঘাত। অতএব, তুমি ছয় অথবা সাত দিনি হয়ে গণনা করবে; যা আল্লাহর জ্ঞানে আছে। তারপর গোসল করবে। যখন দেখবে তুমি পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্ন হয়েছে ও পবিত্র হয়েছে তখন তৈশ দিনি বা চব্বশি দিনি নামায পড়বে ও রোযা রাখবে।”[হাদীসটি আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলছেন। আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে তিনিও হাদিসটিকে সহীহ বলছেন এবং বুখারী থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি হাদীসটি হাসান বলছেন।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য: ‘ছয় দিনি অথবা সাত দিনি’ এটি পছন্দ করার এখতিয়ারের দায়ো নয়; বরং ইজতহাদ (ববিকে-ববিচেনা খাটানো)-এর জন্য। অর্থাৎ সেই নারী দেখবনে যে, তার শারীরিক গঠন, বয়স ও আত্মীয়তার ববিচেনা থেকে কোন নারী তার কাছাকাছি এবং হয়েযের রক্তরে বশেষিট্যের ববিচেনা ও অন্যান্য ববিচেনা থেকে কোনটি অধিকতর নকিটবর্তী। যদি দেখে ছয়দিনি নকিটবর্তী তাহলে ছয়দিনকে হয়ে গণ্য করবে। আর যদি সাতদিনি নকিটবর্তী হয় তাহলে সাতদিনকে হয়ে গণ্য করবে।[সমাপ্ত][শাইখ ইবনে উছাইমীনরে “রসিলাতুন ফদি দমিয়াতি তাবঙ্গিয়াত লিন্নিসা”]

যে সময়ের রক্তকে হয়েযের রক্ত বলে সিদ্ধান্ত দায়ো হবে সে সময়টাতে তিনি হয়েযেগ্রস্ত। আর যে সময়ে হয়েযে শেষ হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দায়ো হবে সে সময়ে তিনি পবিত্র। তথা নামায পড়বনে, রোযা রাখবনে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।